OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 596 - 607
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নাট্যতাত্ত্বিক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘টিকটিকি’ নাট্য : অপ্রত্যাশিত প্রবীণ-নবীনের অনবদ্য যুগলবন্দি

চাঁদ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক
বালুরঘাট বি.এড. কলেজ
Email ID : chandkumarw.b@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Psychoanalysis, Detective, Recidivist, Devotion, Fictional, Mystery, Movement, Partition, Self-imagined, Ornament, Crime, Camouflage, Excitement, Perception,

Abstract
The evolution or development of Bengali drama has been seen by theatre enthusiasts from the general public to theatre intellectuals. As much as social, political and historical dramas have been seen, Rajshekhar Bose, Sharadindu or Satyajit Ray have not been brought to the theatre arena. In this regard, the long-standing desire of the theatre enthusiasts has been fulfilled by the recent famous mystery and detective drama ‘Tiktiki’ by the ‘Swapnasandhani’ theatre group. Playwright Soumitra Chatterjee has made a Bengali adaptation of the much-loved ‘Sleuth’ play by foreign playwright Anthony Shaffer in the play ‘Tiktiki’. In the world of theatre in the 20th century, veteran playwright Soumitra Chatterjee has been working tirelessly with indomitable dedication and enthusiasm in the pursuit of theatre. He has inspired his creative power in writing original and translated plays and both full-length and one-act plays. The play was first published in Bahurupi Patrika, issue 52, September 1979, and secondly in Vibhav Patrika. Satya Sindhu and his wife Rekha found a companion of thirty-five years to shake off the boredom of their failed married life. The man was Bimal Nandi, new resident of the area. Bimal Nandi’s father’s name was Jagannath Kangsavanik. His father moved to Kolkata during the partition. His original home was at Faridpur. Even though Satyasindhu was immersed in his own world, the love story between Rekha and Bimal finally reached into his ears. One day, in Rekha’s absence, Satya invites Bimal Nandi to his house. Two people of different ages, different classes, different tastes and different mindsets stand face to face in a room of that large house decorated in various ways. Bimal Nandi and Rekha love each other, but Bimal’s financial condition was not as prosperous as Satyasindhu’s. Satyasindhu prefers to stay in his own imaginary world, afraid to come out into the real world outside. Therefore, he deals with his wife’s illicit love and lover in the style of a fictional detective story. Bimal has fallen in love with a very expensive woman and he has no money. In this case, according to Satyasindhu’s logic, if he wants to have a married life, he has only one way

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

out, which is to steal those jewels. Bimal completely believes Satyasindhu this time. Satya Sindhu have asked Bimal to play this game in such a way that the government inspector comes and spends his time on this matter, and you will have to do the work in such a way. The black dog will come only after you have stolen; it is called a detective. The language of the underworld, 'tiktiki' is what you call it. Bimal, the lover, joins in this game and gets a kick out of it at first, then uses his 'Gurumara' knowledge to trick Satya Sindhu (Soumitra Chatterjee). Needless to say, Satya Sindhu plays the game like a seasoned player. And Kaushik Sen, who plays Bimal, keeps pace with him. This pairing of the old and the new is enjoyable and educational for the young. As a smart, intelligent comedy, 'Tiktiki' certainly comes off well. But even in that, the production gets a little deeper because it touches on some contemporary issues, problems or relationships. For example, the problem of marital relations or illicit love, the class gap enters into it and complicates it, a sharp joke about police corruption or the fantasy world of detective literature. The comedy at the beginning of the second act is also particularly interesting, especially Bimal's extraordinary disguise, Balaram is at least fifty years old. He wears glasses, has unkempt hair, and a mustache. He wears a police uniform. The director, actor, and makeup designer Sri Das is also a partner in the achievement. At one point, it is almost proven that Satyasindhu has murdered Bimal. The police officer says that he will arrest Satyasindhu for murder. Then Bimal Nandi comes out from behind the makeup of the officer disguise. He wants to take revenge for the extreme humiliation and shame of defeat that Bimal suffered when he came close to death in the first act. Bimal takes that revenge at the end of the play; the play becomes new in another episode. The game starts again. The three-time game ends in today's social emptiness. How he takes it creates a terrible beauty in the play. In this play, Satyasindhu Chowdhury is a rich, aristocratic man. And Bimal is a poor son of a refugee family. Bimal loves Satyasindhu's wife Rekha. He wants to marry her. So, Satya wants to compose a play within the play to punish Bimal. In this way, two men endanger each other by taking control of the same woman, become cruel, ruthless, brutal towards each other, and even become each other's murderers. This play is a report on how jealousy, rivalry, and the attitude of competing with each other make people desperate and endangered, how they push each other towards humiliation and disrespect. The play is not just a spy story, but it is very much like that. Playwright and director Soumitra Chatterjee has beautifully presented the imagination and feelings of the subconscious in the analysis of the psyche of people.

Discussion

প্রবাদ প্রতিম নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ১৯৪৪-এ রচনা 'নবান্ন' নাটক। ওই বছরেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্যর যুগ্ম নির্দেশনায় এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটকটি মূলত বিষয় ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এরপর ১৯৪৮-এ 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই সময় থেকে বাংলা নাটকের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের যে ধারা নাট্যামোদী আমদর্শক থেকে শুরু করে নাট্য বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত দেখেছেন তাতে সামাজিক, রাজনীতি ও ইতিহাস উপজীব্য নাটক যতটা দেখা গেছে সেভাবে রাজশেখর বসু, শরদিন্দু নতুবা সত্যজিৎ রায়কে নাটকের অঙ্গনে নিয়ে আসা হয়নি। এ বিষয়ে নাট্যামোদী দর্শকের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে 'স্বপ্নসন্ধানী' নাট্যদলের সাম্প্রতিক সময়ের বিখ্যাত রহস্যানুসন্ধানী তথা গোয়েন্দাধর্মীর নাটক 'টিকটিকি'। জনপ্রিয় অভিনেতা কৌশিক সেনের 'স্বপ্নসন্ধানী' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'আঁখিপল্লব', 'যদুবংশ'-এরপর 'টিকটিকি' তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই নাটকটি কেবল গুপ্তচর কাহিনি নয় অথচ অনেকটা সেইরকম। জন মানুষের মনোবিশ্লেষণে অবচেতনের কল্পনা ও অনুভূতিকে বাস্তবে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার ও নির্দেশক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। স্বয়ং নাটককার সৌমিত্রবাবু 'বিভাব' পত্রিকায় লিখেছেন, -

> "বহুরূপী পত্রিকায় আদি নাট্যরূপটি অনেক আগেই ছাপা হয়েছিল। এখন প্রযোজনায় সময়ের খুঁটিনাটি পরিমার্জনায় যে রূপটি ছাপা হচ্ছে সেটি প্রথমটির সাথে মিলিয়ে দেখলে নাট্যশিক্ষার্থীর কোনো উপকার হলেও হতে পারে এমন বিশ্বাসেই সম্পাদকের অনুরোধে আমি এই পুনর্মুদ্রণে সম্মত হয়েছে।"[১]

এ নাটকটি নাট্যরচনা প্রসঙ্গে অশোকবাবু লিখেছেন, -

> "'টিকটিকি' মৌলিক নাটক নয়। এই নাটকের প্রেরণার উৎস অ্যান্থনি শ্যাফার রচিত 'স্লুথ' নাটকটি। পরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় উৎসটিকে স্বীকার করেছেন- এটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অ্যান্থনি শ্যাফার রচিত 'স্লুথ' কলকাতায় বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। কখনও কখনও নাটকের আকারে, কখনো বা চলচ্চিত্রের আদলে। সত্তর দশকের শেষভাগে, সিগাল এম্পায়রের তত্ত্বাবধানে নাটকটি মঞ্চ হয়েছিল, অবশ্যই মূল ইংরেজিতে।..."[২]

জনপ্রিয় নাটককার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'টিকটিকি' নাটকটি 'স্বপ্নসন্ধানী' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনার জন্য 'শিরোমণি' পুরস্কার পেয়েছে প্রায় সকলেরই জানা। নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, নানা মঞ্চে। ফলত এ নাটকের শিল্প অভিপ্রায় আরও বিশদভাবে জানবার জন্যে 'টিকটিকি' নাটকের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা, নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কুশলী অভিনেতা কৌশিক সেন, এই দুই শিল্পীর মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শিলাদিত্যবাবু, সৌমিত্র বাবুকে প্রশ্ন করেছেন- রূপান্তরের কারণ ও ধরন কী? তিনি জানাচ্ছেন, -

> "যে নাটক অ্যাডপ্ট করতে ইচ্ছে করে, সেটা অ্যাডপ্টেবল কিনা আমাদের সিচুয়েশনে, আমাদের দেশের সঙ্গে তাকে কতটা বদলে সেটাকে নূতন করে ক্রিয়েট করতে পারব, তাকে কতটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেশীয় বলে মনে হবে, সেটা দেখি। এরপর আদর্শগতভাবে বা জীবনদৃষ্টির দিক থেকে আমি যেসব ব্যাপার বিশ্বাস করি, সে-সব ব্যাপারের পরিপন্থী কিনা নাটকটা তা দেখতে হবে এবং সদর্থক দিক থেকে সেরকম কি কি আছে সেটা দেখি। সেখানে স্বভাবতই নাটকটা ওরিজিনালি হয়তো অন্যরকম ছিল, আমি সেটাকে পাল্টেছি। এই নাটকটা একটা ডিটেকটিভ থ্রিলার। কিন্তু আমি সে সাংঘাতিক ডিটেকটিভ থ্রিলারের ভক্ত নই, তবে সাহিত্যের জ্যঁর হিসেবে আমি একে বাদ দিতে পারিনা। ডিটেকটিভ থ্রিলার পড়তে আমার অনেক সময় ভালো লাগে, বিশেষ করে অবসর সময়ে এবং কিছু ডিটেকটিভ থ্রিলার আমি বারেবারে ফিরে ফিরে পড়ি, যেমন রেমন্ড শেন্ডলার এবং বলাই বাহুল্য কোনান ডয়েল।... যেমন আমার দারুণ প্রিয় আরেক ধরনের থ্রিলার, শিকার কাহিনি, জিম করবেট, আমি জীবনে কতবার পড়িছি তার ঠিক নেই।... সত্যসিন্ধু কিন্তু সত্যিকারের খুনী নয়। হি ইজ নট এ মার্ডারার, বাট হি ইজ এ টির‍্যান্ট। এমনই সেই টির‍্যানি, ইট বর্ডারস অন ক্রিমিন্যালিটি। এরকম চরিত্র আমরা আমাদের আশেপাশে সবসময় দেখতে পাই। এমন অনেক স্বামী আছে যারা তার স্ত্রীর ওপর এমন মানসিক অত্যাচার করে যেগুলোকে অপরাধপ্রবণই বলা যায়। অনেক বাবা ছেলের ওপর এরকম অত্যাচার করে। অনেক শাশুড়ি তার পুত্রবধূর ওপর এরকম অত্যাচার করে। সুতরাং এটা জীবনে আছে। মানুষ মানুষকে ছোট করে, মানুষকে কষ্ট দেয়, মানুষকে দুঃখ দেয়। মূলত সেইজন্যই এগুলো আমাকে অ্যাপিল করে, না হলে শুধুমাত্র থ্রিলারের প্যাঁচগুলোর জন্যে এ নাটক আমি করতাম না। ..."[৩]

নাটককার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিদেশি নাট্যকার অ্যান্থনি শ্যাফার-এর বহুজন প্রিয় 'স্লুথ' নাটকের বঙ্গীয় রূপান্তর ঘটিয়েছেন 'টিকটিকি' নাটকে। তিনি এটি ডিটেকটিভ অবলম্বনে বাংলা রূপান্তর করেন। বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সৌমিত্রবাবু ইতিমধ্যে বার্ল্ট ব্রেখট, ক্লিফোর্ড, ওডেটস, আলবেয়ার কামু, এরলজন, ইভান সার্জেইভিচ তুর্গেনেভ জ্যঁ আনুই, হেনরিক ইবসেন, মার্কিন নাট্যকার লিলিয়ান হেলম্যান, মাইকেল ডাইন্স, জন মিলিংটন সিনজে প্রমুখ বিদেশি নাট্যকারদের নাটক নিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার লিখেছেন, -

> "এই বছরের এপ্রিল মাসে 'নাট্য সংহতি' নামক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং নাট্যকর্মীদের একটা সংস্থা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। বাংলা থিয়েটারের দুইশো বছর উদযাপন উপলক্ষে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের বর্তমানকালের এক কৃতী পরিচালককে সম্মান ও স্বীকৃতি জানানোর দায়িত্ববোধ থেকেই এই সম্মাননা। লক্ষ্য করার বিষয়, তার অনতিকাল পরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটি কনিষ্ঠ নাট্যদলের প্রযোজনায় পরিচালক, নাট্যকার এবং অভিনেতা রূপে আবির্ভূত হলেন গ্রুপ থিয়েটারের পীঠস্থান আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। নাট্যজগতের কিছু নিষ্ঠাপরায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণ এইরকম ছোঁয়াছুঁয়িতে কিছুটা রুষ্ট এবং 'জাত গেল', 'জাত গেল' রবও তুলেছেন। গায়ে 'গ্রুপ থিয়েটার' ছাপ আছে বলে অনেকে যেখানে পাতি বাংলা সিনেমা-কাহিনি সুলভ নাটক লিখে বা নির্বাচন করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন, এমনকি নাট্যসৃজনের ন্যূনতম যোগ্যতা বা ক্ষমতা না-থাকা সত্ত্বেও নাট্যব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন থিয়েটার জগতে, সেখানে সৌমিত্রবাবুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান জানাতে কার্পণ্য বা কুণ্ঠা এক ধরনের সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা বা ভণিতা নয় কি? ...একমাত্র এই মানুষটি নির্বোধ, পাগল, জীর্ণ, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কিছুটা বুদ্ধির চর্চা, শিল্পের চর্চা ধারাবাহিকভাবে করে আসছেন। তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে শিশির ভাদুড়ি, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই তাঁর নাটক নির্বাচন থেকে প্রযোজনায় খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ কিংবা 'লিটল থিয়েটার'-এর শৃঙ্খলা আমাদের বহুবারই মুগ্ধ করেছেন। অপর পক্ষে তিনিও গ্রুপ থিয়েটারের ইনটার‍্যাকশনে যদি কোনো ভালো ফল ফলে থাকে, তার নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।"[৪]

বিংশ শতাব্দীর নাট্যজগতের নাট্যাভিনয়, নাট্যপ্রযোজনায়, প্রবীণ নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমী, অদম্য নিষ্ঠা ও উদ্যম নিয়ে নাট্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তিনি মৌলিক ও অনুবাদক এবং পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক উভয় প্রকার নাটক রচনাতেই তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর লিখিত, সঙ্গীত, মঞ্চ ভাবনা ও নির্দেশিত জনপ্রিয় নাটক 'টিকটিকি'। নাটকটি প্রথম প্রকাশ বহুরূপী পত্রিকায় বাহান্ন সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-এ, দ্বিতীয়বার বিভব পত্রিকায়। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ বইমেলা, ১৯৯৭-এ, আজকাল পাবলিশার্সে। নাটকটির গ্রন্থারম্ভে 'লেখকের নিবেদন', -

> "দুই দশক আগে অভিনেতৃ সংঘের জন্য উৎপল দত্ত 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' নাটকের প্রয়োগের দায়িত্ব নেন। সে নাটকে প্রায় চল্লিশজনের ওপরে অভিনেতা অভিনেত্রীর দরকার হত। ফলে তা বেশি দিন অভিনয় করা সম্ভব হল না। তখন সংঘের সম্পাদক হিসেবে আমি উৎপলদাকে অনুরোধ করি একটি খুব কম ভূমিকালিপির নাটক অভিনেতৃ সংঘের জন্য তৈরি করতে। নানা আলোচনার পরে তিনি Anthony Shaffer এর Sleuth নাটক করতে পরামর্শ দেন। এই নাটকে মাত্র দু'জন অভিনেতা। এই নাটকের একটি চিত্ররূপও হয়েছিল যাতে মাইকেল কেন ও লরেন্স অলিভিয়ের অভিনয় করেছিলেন। সেই দুটি ভূমিকায় যথাক্রমে আমি ও উৎপলদা অভিনয় করব। নির্দেশনার দায়িত্ব নেবেন উৎপলদা। তবে তিনি একটি শর্ত দেন যে এর বন্দিকরণের দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে। সেই প্রয়োজন থেকেই 'টিকটিকি'র রচনা হয়েছিল। কিন্তু সংঘ থেকে শেষপর্যন্ত 'টিকটিকি'র অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। ...ইতিমধ্যে টিকটিকি চলচ্চিত্রায়িত করার কথাও ভাবা হয়েছিল। তাতে উত্তমকুমার ও আমি অভিনয় করব এমন প্রস্তাব ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও বাস্তবায়িত হয়নি। তারপর দু'দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। যথাযোগ্য অভিনেতা নির্বাচনের সমস্যা থাকার জন্যেই 'টিকটিকি' প্রযোজনা করা যায়নি। এতদিন পরে যখন 'স্বপ্নসন্ধানী' গোষ্ঠী থেকে এই নাটক প্রযোজনা করা গেল তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে বয়স্ক চরিত্রে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> চলে আসতে হল এবং অল্পবয়সের চরিত্রের জন্যে নির্বাচন করতে হল স্বপ্নসন্ধানীর তরুণ অভিনেতা কৌশিক সেনকে।..."[৫]

এ নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ২৮ মে ১৯৯৫-এ, স্বপ্নসন্ধানী নাট্যদলের প্রযোজনায় ও নট নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ ভাবনা, সঙ্গীত, নির্দেশনায় আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হয়। স্বপ্নসন্ধানী নাট্য সংস্থার জন্ম ২৯ মে ১৯৯২-এ। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহন করেন অভিনেতা কৌশিক সেন। স্বপ্নসন্ধানীতে একমাত্র 'টিকটিকি' ব্যতীত রেখে সমস্ত নাটকের নির্দেশনা করেন কুশলী অভিনেতা কৌশিক সেন। নাটকটিতে সত্যসিন্ধু চৌধুরীর ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিমল নন্দীর চরিত্রে কৌশিক সেন। এঁরা অত্যন্ত চমৎকার কুশলতার সঙ্গে অভিনয় করে আমদর্শক ও সমাজের জ্ঞানীগুণী বিদ্বৎমণ্ডলীদের বহু ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। ব্যারাকপুরের রিভারসাইড রোডের একটি পুরোনো ইংরেজ আমলের বিশাল বাড়ির মালিক সত্যসিন্ধু চৌধুরী। বাড়িটি উঁচু সিলিং, বড় দরজা-জানালা, একটি পুরোনো ধরনের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। তার ল্যান্ডিং-এর কাছে জানালা-বাইরে বাগান। মধ্যবয়স্ক অভিজাত চেহারা। পোশাকে, আশাকে 'পাক্কাসাহাব' ভাবের পরিচয় আছে। এই মানুষটির সময় কাটে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে ও পড়ে। এছাড়াও রয়েছে বাড়ি ভর্তি নানান খেলার সরঞ্জাম, যা খেলতে লাগে তুখোড় বুদ্ধি একদিকে গোয়েন্দা কাহিনির কাল্পনিক আবরণী, অন্যদিকে নানান যুক্তি ও বুদ্ধির খেলা সত্যসিন্ধুকে ক্রমশঃ বিছিন্ন করে দেয় জীবনের মূল স্রোত থেকে-এমন কি তাঁর কমবয়সী সুন্দরী স্ত্রী রেখার থেকেও। নাটকটি রহস্য কাহিনি নয়। তবে রহস্য এখানে পুরোপুরিই রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গল্প। এই দুটো মাত্র চরিত্রের এক অসাধারণ নাট্যবিন্যাস। নাটকের প্রথমেই সত্যসিন্ধু, ইন্সপেক্টর ভরদ্বাজের উদ্দেশ্যে বলেন, -

> "...ভয়ংকর খুনি ডা. সোম গ্রেফতার হইয়াছে। যে জিমনাশিয়াম রহস্য লইয়া সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেন্ট উথালপাথাল হইতেছিল গতকাল রাত্রে তাহার অবসান হইয়াছে। রোহিতাশ্ব সেনের কৃতিত্বেই অপরাধীকে ধরা সম্ভব হইয়াছে। আজ সকালে মূল্যবান গ্রন্থরাজিশোভিত রোহিতাশ্বের লাইব্রেরি ঘরের বহুমূল্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলে রোহিতাশ্বের সম্মুখে বসিয়া নির্বাক বিস্ময়ে রহস্যভেদের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন। রোহিতাশ্ব থামিতেই বলিলেন 'হুম'। রোহিতাশ্ব ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়া পায়ের নিকট শায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন জার্মান শেপার্ড বাঘাকে একটু আদর করিতে লাগিল। বাঘা লাঙ্গুল আন্দোলনে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিল। ভরদ্বাজের হুম শুনিয়া একবার বুঝি কান খাড়া করিল। ভরদ্বাজ বলিলেন- 'সবই তো বুঝলাম রোহিতাশ্ববাবু- কিন্তু বডি পাওয়া গেল জিমনেশিয়ামের ছাদে- অথচ সিঁড়ির তালা সেদিন সন্ধে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ খোলেনি। কোনও দেওয়ালের ধারেকাছে কোনও পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি। এ রহস্যটার তো কিছুতেই মর্মোদ্ধার করতে পারছি না।' গোয়েন্দা রোহিতাশ্বের গৌরবর্ণ সৌম্যমুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে বলিতে লাগিল - 'পুলিশই যদি এ রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে পারত মিস্টার ভরদ্বাজ, রোহিতাশ্বের কাছে কি তা হলে আপনারা আসতেন?... ডা. সোম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একজন দুর্ধর্ষ অ্যাথলিট ছিলেন। পোল ভল্টে একসময় তাঁর রেকর্ড ছিল। তিরিশ বছরে তাঁর চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও পোল ভল্টের দক্ষতা এতটুকু হ্রাস পায়নি। তাই বন্ধুকে গলা টিপে খুন করে তাঁর দেহ পিঠের ওপর নিয়ে ওই জিমনাশিয়ামেরই একটি পোল ভল্টের লগি বের করে নিয়ে দেহসুদ্ধ এক লাফে ছাদে উঠে গিয়ে মৃতদেহ ছাদে ফেলে আসতে তাঁর কোনও অসুবিধেই হয়নি। এবং নামার সময় আবার সেই লগি দিয়ে বিশ-তিরিশ হাত দূরে লাফিয়ে পড়াতে দেওয়ালের ধারেকাছে তাঁর পায়ের কোনও দাগই পড়েনি। এই হল রহস্যের আসল মর্মোদ্ধার, বুঝলেন মি. ভরদ্বাজ?"[৬]

সত্যসিন্ধুও তার স্ত্রী রেখা তাঁদের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের অবসাদ ঝেড়ে ফেলতে রেখা খুঁজে পায় এক পঁয়ত্রিশ বছরের সঙ্গী। ওই অঞ্চলের এক নতুন বাসিন্দা বিমল নন্দী। সে ট্রান্সপোর্টের বিজনেস করে, তার তিনটে অ্যামব্যাসাডার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গাড়ি আছে। এখন থাকেন গ্যারেজ-এ আসলে সেটা একটা পুরনো বাংলোর কম্পাউন্ড। বাংলোটা সাবলেট করে দিয়েছে, একটা ঘর খালি করে সেইখানেই থাকেন। পুরোনো বাড়িটা একজন সাহেবের, ঘরের ভেতরে সিলিং খুব উঁচু উঁচু ছিল। বিমল নন্দীর বাবার নাম জগন্নাথ কংসবণিক। সে দেশভাগের সময় বাবা কলকাতায় চলে আসেন। তার আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর। পিতার পদবী সম্পর্কে সত্যসিন্ধু ও বিমলের সংলাপে উঠে আসে, -

> "সত্য : তা হলে তুমি নন্দী কী করে হলে?
> বিমল : আমরা আসলে কাঁসারি। বাবা কিন্তু স্যাকরার কাজ করতেন। কলকাতায় আসার পরে বাবা কিছুই করতে না পেরে শেষে বিষ্ণুপুরে গিয়ে একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে বসেন। সেইখানেই একজন মুন্সেফের বাড়িতে বাবা কাজ করতেন, তাঁকে ধরে আমাকে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলে ভরতি করে দেন। তার আগে বিষ্ণুপুরে একটা স্কুলে আমি ভরতি হয়েছিলাম- সেখানে আমার ক্লাসের ছেলেরা আমায়- ডালের মধ্যে খেসারি, মানুষের মধ্যে কাঁসারি- এই বলে ভীষণ খেপাত। আমার খুব লজ্জা করত। সৈনিক স্কুলে যাওয়ার আগে বাবাকে বললাম- 'বাবা আমার পদবিটা বদল করে দাও।' বাবা বললেন- ওরে, জন্ম জন্ম ধইরাই তো আমরা কাঁসারি। এইখানে যেমন কংসবণিকেরা কেউ দে, কেউ দত্ত, কেউবা নন্দী বইলা পরিচয় দেয়, আমগো পালঙে তো তেমন নয়। তা এই দ্যাশেই যখন থাকতি হইব তখন এই দ্যাশের মতোই না হয় তর নাম বিমল চন্দ্র নন্দী হউক আইজ থেইকা।"[৭]

সত্যসিন্ধুর নিজস্ব জগতে ডুবে থাকলেও কানে শেষ পর্যন্ত রেখা-বিমলের প্রেমোপাখ্যান এসে পৌঁছয়। একদিন রেখার অনুপস্থিতিতে সত্য তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই বিমল নন্দীকে। বিচিত্র সাজে সজ্জিত ওই বিশাল বাড়ির একটি ঘরে মুখোমুখি দাঁড়ায় দুটি ভিন্ন বয়সের ভিন্ন শ্রেণির ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন মানসিকতার দুটি মানুষ। বিমল নন্দী ও রেখা একে অপরকে ভালোবাসে, কিন্তু বিমলের আর্থিক অবস্থা সত্যসিন্ধুর মতো স্বচ্ছল নই। তাই সত্যর স্ত্রী রেখা যেভাবে জীবনযাপন, ভোগ-বিলাসে কাটিয়েছে সেভাবে বিমল রেখাকে খুশিতে রাখতে পারবে কিনা- তাদের কথোপকথনে পাই, -

> "সত্য : দেখো ভাই বিমল - লেট আস হ্যাভ নো মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং। রেখাকে তোমার বিয়ে করাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তোমরা দুটিতে জোড় বাঁধলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হবে না। কিন্তু জোড়টা একটা একদম কলমের জোড় হওয়া চাই- পাকাপোক্ত জোড়। আমি রেখার হাত থেকে জন্মের মতো রেহাই পেতে চাই- নন্দী ট্রান্সপোর্টের গাড়িতে দু'-এক সপ্তাহের বাইরে যাওয়া নয়। নানা- তুমি আমার কথাটা শোনো।... তোমায় বলছি শোনো- কোনও কারণে- কারণ বলতে ধরো এক মাস ওর হাত-খরচের ক্যাশ শর্ট পড়ল- কিংবা বেড়াতে যেতে চাইলে কুলু মানালি, না নিয়ে গিয়ে তুমি ওকে মধুপুর নিয়ে গেলে- এই রকম কোনও কারণে ও যদি তোমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে তা হলে দেখবে ও হুট করে তোমাকে ছেড়ে আমার গলায় এসে ঝুলে পড়বে। এবং স্ত্রী হিসেবে সে যত অপরাধই করে থাক না কেন আমি তো আর তখন তাকে ফেলতে পারব না!
> বিমল : ওরকম নদের নিমাই-এর মতো কথা বলবেন না তো- মেরেছিস কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না? কুলু মানালি কাশ্মীর আমি তাকে বেড়াতে নিয়ে যাব না। কিন্তু সেজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।...
> বিমল : ...এই যে এত চট করে তুমি ব্যবসা দাঁড় করাতে চেষ্টা করছ এটা জেনেও কি রেখা তার চালচলন কিছুমাত্র পাল্টবার চেষ্টা করেছে? এই গত তিন মাসের স্বর্গসুখের জন্যে সে নিজের কোন সুখটা ছেড়েছে বলতে পারো? নো, নো, আই অ্যাম নট জোকিং- গত তিন মাসে তোমার কত টাকা জলে গেছে বলো তো? ১৫ হাজার ২০ হাজার ২৫ হাজার? আর সেই ফরিদপুরে তোমার বাবা- তাঁকে কতদিন টাকা পাঠাতে পারোনি? অ্যাঁ? শেষ কবে টাকা পাঠিয়েছিলে? নিশ্চয়ই রেখার সঙ্গে আলাপের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> আগে? এই বার বুঝতে পারছ কেন এত কথা ভাবছি? তোমায় বলে দিচ্ছি, ও তোমার সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দেবে।...
> বিমল : হ্যাঁ, টাকাপয়সা নিয়ে আমাদের প্রায়ই কথা হয়। আমি বলেছি আমরা বড্ড বেশি খরচা করছি।...
> সত্য : অ্যাই। এখন এই ছোট প্রবলেমটা সল্ভ করার জন্যেই আজ তোমাকে আমি এখানে ডেকেছিলুম। এবং এই জায়গাতেই লেখকদের ভাষায় রহস্য ঘনীভূত হয়ে চলেছে।... বসো বসো- তোমায় কয়েকটা কথা বলি। একদা এই কলকাতা শহর যাদের জমিদারি ছিল, সেই সাবর্ণ চৌধুরী বংশের এক সন্তান সত্যসিন্ধু চৌধুরী, জমিদারি বিলোপ আইন, ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েলথ ট্যাক্স, এস্টেট ডিউটি, ডেথ ডিউটি প্রভৃতির কল্যাণে হৃতবৈভব হইয়া আসিতেছিলেন। সর্বস্বান্ত হইবার আগে তাঁহার অ্যাটর্নি ও অ্যাকাউন্ট্যান্টদের পরামর্শে তিনি তাঁহার কাঁচা টাকার বেশ বড় একটা অংশ সুবর্ণ ও হীরক ইত্যাদি মহামূল্য প্রস্তরের অলংকারে পরিণত করেন। তাঁর স্ত্রী স্বভাবতই এতে পুলকিত হন।
> বিমল : আপনি কি তাকে এগুলো উপহার দিয়েছিলেন?
> সত্য : কস্মিন কালেও না। এগুলো আমার- এবং আমি ভেবেছিলুম ও এগুলো পরলে তো কোনও ক্ষতি নেই- পরুক না। ও পরত এবং ওর হেফাজতেই ওগুলো থাকে। আফটার অল পুরোটাই তো ইনশিয়োর করা।
> বিমল : রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে বলতে কী বোঝাতে চাইছিলেন এইবার বুঝতে পারছি। ডিটেকটিভ গল্পে ইনশিয়োরেন্সের কথা এলেই রহস্য ঘনীভূত হয়।
> সত্য : যাক। আমার কতাটা যে সোজাসুজি ধরতে পারলে এতেই আমি খুশি। আমি চাই তুমি ওই গয়নাগুলো চুরি করো। আজই করতে পারো - রেখা নেই বাড়িতে - প্রশস্ত সময়।”[৮]

সত্যসিন্ধু তার স্বকল্পিত জগতেই থাকতে পছন্দ করে, বাইরেকার বাস্তব জগতে বেরিয়ে আসতে ভয় পায়। তাই স্ত্রী-র অবৈধ প্রেম এবং প্রেমিকের সঙ্গে সে মোকাবিলা করে অলীক গোয়েন্দা গল্পের কায়দায়। একেবারে সত্যিকারের ক্রাইম যদি না দিতে পারতাম তা হলে রোহিতাশ্ব সেন। আমার ডিটেকটিভ। রোহিতাশ্বের সৌম্য গৌরবর্ণ চেহারা ও তার বর্ণনা তো লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখস্থ। তাহার নাশারন্ধ্র যেন রহস্যের গন্ধ পায়। সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যে স্থানের রহস্যের কিনারা করতে পারে না রোহিতাশ্ব সেখানে অনায়াসে অপরাধীকে ধরিয়ে দেয়। বিমল একটি অত্যন্ত খরুচে মহিলার প্রেমে পড়েছে - আর তার কাছে টাকা নেই। এক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন পাততে হলে সত্যসিন্ধুর যুক্তি অনুযায়ী তার কাছে একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হল ওই গয়নাগুলো চুরি করার কথা বলেন। বিমল, সত্যসিন্ধুর কথা এইবার পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয়। বিমল ও সত্যসিন্ধুর কথোপকথনে উঠে এসেছে, -

> “বিমল : দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছে হয়তো খেলা খেলা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আপনি খেলা করছেন এটা বুঝতে পারছেন?
> সত্য : তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা আমি করছি না। আমি শুধু তোমার জীবন এবং আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের মধ্যে একটু রোমান্স সঞ্চার করতে চাইছি।”[৯]

সত্যসিন্ধু, বিমলকে এই খেলা এমনভাবে খেলতে বলেছেন যাতে সরকারি ইন্সপেক্টর এসে এই ব্যাপারটা মাথা খরচ করে সেইভাবে তোমাকে কাজটা করতে হবে। তোমার চুরি করার পরই আসবে কালাকুত্তাটি; একে বলে ডিটেকটিভ। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভাষা, তোমাদের ভাসায় ‘টিকটিকি’। তাই চুরি করা কৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পিলিশ সত্যিকারের চুরি ভাবে। সত্যসিন্ধু বলেন প্রথমে বিমল তোমাকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে, বাগানের কাঁচা মাটিতে তোমার পায়ের ছাপ পড়লে চলবে না, টিপিক্যাল চোরের পোশাক পড়তে হবে। যাতে শহরতলির ধনীগৃহে কাবুলি ডাকাতের গরাদ ভাঙিয়া চাঞ্চল্যকর ডাকাতি; শহরে উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার, পুলিশ হতচকিত হয়। বিমল আলমারি খুলে একটা বড়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গয়নার বাক্স পায়। বাক্সটা খুলে দেখে ভিতরে বহুমূল্য গয়না-মণিমুক্ত। বিমল মুগ্ধ, হাতে নিয়ে দেখতে থাকে। আলোর ঠিকরে সেগুলো ঝলমল করে ওঠে। বিমল চিন্তা করতে করতে, -

> "...বেচারা বাবা- চিনির বলদের মতো সারাটা জীবন ঠুকঠুক করে গয়না তৈরি করে গেল- অথচ এসবের মালিক হবার যে কী মানে তা কোনওদিন বুঝতে পারল না। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে ঘাড় গুঁজে বেঁকে দুমড়ে বসে একটা জন্তুর মতো কাজ করছে- দিন নেই রাত নেই, টিকলি টায়রা কানপাশা রতনচূড় করতে করতে চোখের জ্যোতি ঘোলাটে হয়ে আসছে। কেন? না, আমাকে ইস্কুল-কলেজে পড়াবে- নিজে পড়তে পায়নি- আমাকে লেখাপড়া শেখানোটা তার কর্তব্য- তার যেন একটা ঋণ। আমার কাছে ঋণ, যে দেশে এসেছি সেই নতুন দেশের কাছে তার ঋণ! ছেলেকে এ দেশের মতো করবে। বেচারা!"[১০]

এ নাটক প্রসঙ্গে স্বয়ং অভিনেতা কৌশিক সেন লিখেছেন, -

> "টিকটিকি নাটকে বিমল নন্দী চরিত্রটি করতে করতে একটা পর্যায়ে আমার সেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। একটা দীর্ঘ সংলাপ বলার সময়, আমি বুঝতে পারছিলাম মহড়া চলাকালীন, আমি নিজেকেই প্রকাশ করে ফেলছি, বিমল নন্দী-কে নয়। একটা গয়না ভর্তি বাক্স খোলার পর যখন মধ্যবিত্ত, ছোটখাটো ব্যবসায়ী বিমল নন্দীর চোখ ঝলসে যায়, তার মনে পড়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা তার স্বর্ণকার বাপের কথা। অন্যের চুড়ি, হার, কানের দুল গড়তে-গড়তে যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে, চোখের জ্যোতি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে, সেই গরীব পিতার কথা- যে, খুব কষ্টে তার ছেলেকে মানুষ করেছে। এমন আবেগপূর্ণ সংলাপ বলার সময় আমি তো স্তানিস্লাভস্কি বর্ণিত 'emotional memory'-র তত্ত্বকে বদহজম করে খুব চোখের জলটল ফেলছি, কিন্তু বুঝতে পারছি- হচ্ছে না, চরিত্রটা বলছে না, কৌশিক বলছে কথাগুলো। সৌমিত্রবাবু বোঝালেন কোথায় ভুলটা হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে আমার জীবনের প্রথম অভিনয় শিক্ষক, আমার বাবা শ্যামল সেন প্রয়াত হন। ১৯৯৫ সালে 'টিকটিকি' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার বছরে ওই জায়গাটায় অভিনয় করতে গিয়ে আমার খালি বাবার মুখটা মনে পড়ছে, চোখে জল আসছে। কিন্তু 'বিমল নন্দী' আর 'কৌশিক সেন' তো এক ব্যক্তি নয়। তাদের ইমোশনাল জার্নিও আলাদা। সুবিধা হচ্ছে বলে ব্যক্তিগত 'ইমোশন' চরিত্রের উপর প্রয়োগ করা যে ভুল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে শেখালেন।"[১১]

ব্যাপারটা যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তাই বিমল একটা পাজ্যস্ট্যাণ্ড উল্টে রাখে ছোট টেবিল সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দেয়। সত্যসিন্ধু একটা টেবিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, একটা ড্রয়ারের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে, বুককেস থেকে বই ফেলে দেয়। এরপর সত্যসিন্ধু বিমলকে কোনও অবকাশ না দিয়েই ধরে ফেলে ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয়- আর জিনিসপত্তর পড়তে থাকে। বিমল এই অদ্ভুত পোশাকে খুব বেকায়দায় পড়ে যায়। এ তো সেটল্ড ম্যাচ বিমল ঘাবড়াচ্ছ কেন? এবার তুমি আমাকে অচৈতন্য করে ফেল। কারণ পুলিশ এলে তো আমাকে মাথায় একটা সত্যিকারের আঘাত দেখাতে হবে। একটা কাজ করতে পারো আমার, হাতপা বেঁধে কাপড় মুখে গুঁজে ফেলে রেখে যেতে পারো- সকালে ঝি কাজ করতে এসে আমায় সেই অবস্থায় আবিষ্কার করবে বা তুমি আমাকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখাতে পারো- আজকাল common criminal-দের কাছে অনেক সময়ই ফায়ার আর্মস থাকে। বলতে বলতে সত্যসিন্ধু বিমলের মাথার দিকে তাক করে। সত্য সহসা পিস্তল তুলে গুলি করল। একটা জিনিস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বিমল চমকে তাকায় এবং সভয়ে বুঝতে পারে গুলিটা তার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে। সত্য হঠাৎ ভাব পরিবর্তন করেন আর বিমল নার্ভাস ভাবে হাসে। বিমল ও সত্যসিন্ধুর কথোপকথনে উঠে আসে, -

> "...বিমল : তার মানে এই আপনার স্ত্রীর গয়না চুরি করানোর ব্যাপারটা নেহাতই একটা...
> সত্য : নিশ্চয়ই। আমি যে আজ তোমাকে এখানে ডেকে এনেছিলাম তার কারণটা হল তোমার নিজের যে অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে সে অবস্থাটা যাতে তুমি নিজেই তৈরি করে দিতে পারো। বাড়ি ভেঙে ঢোকা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ছদ্মবেশ ধারণ, তোমার পকেটের সোনাদানা- গৃহস্বামীর অতর্কিত প্রবেশ ধস্তাধস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটে যাওয়া এবং সব শেষে একটি অব্যর্থ গুলিতে তোমার মৃত্যু। আমি এমনকী এই সাহসের জন্যে একটা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারি। পরিকল্পনাটার ভেতরে কোথাও কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি?
> বিমল : [মরিয়া হয়ে] রেখা! পুলিশ আমার সঙ্গে রেখার যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা জানতে পারবেই।...
> সত্য : ...সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার এদেশে আইনত স্বীকৃত এবং একটি অপরাধীর জীবনের চেয়ে সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে আইন অনেক বেশি তৎপর। এমনকী রেখাও ভাববে যে তুমি আসলে একটি ফেরেপবাজ যুবক, তার গয়নাগুলোর দিকে চোখ রেখে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছিলে- একটা ছিঁচকে চোর, বিয়ে নয়, চুরির মতলব নিয়ে তুমি তার সঙ্গে মিশছিলে। অতএব মি. নন্দী, তোমার ভবলীলা সমাপ্ত।”[১২]

এটা ডিটেকটিভ গল্প নয় মিস্টার চৌধুরী দয়া করে একটু সুস্থ মাথায় ভবুন, এটা বাস্তব জীবন। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আপনি সত্যি সত্যি খুন করার কথা বলেছেন - এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন? সত্যসিন্ধু গলফ ব্যাগ থেকে ওটা বের করতে থাকে। বিমল ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে যায়। সত্য বিমলের পিঠে পিস্তল ধরতেই চমকে কেঁপে ওঠে ভয়ে। বিমল কাঁপা হাতে মুখোশটা পড়ে নেয়। সত্য পিস্তলটা বিমলের মাথায় ধরে সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। সত্যসিন্ধু আসতে করে ট্রিগারটা টেনে দেয়। বিমল সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ে যায়। সত্যসিন্ধু যেন নিজের কৃতিত্বে খুশি হয়েছে। মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে।

প্রেমিক বিমল এই খেলায় শামিল হয়ে প্রথমটায় নাকানি-চুবানি খায়, তারপর গুরুমারা বিদ্যার প্রয়োগে কাত করে সত্যসিন্ধুকে। বলা বাহুল্য সত্যসিন্ধু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) পাকা খেলোয়াড়ের মতোই খেলাটা খেলেন আগাগোড়া। আর তার সঙ্গে সামনে তাল দিয়ে যান বিমলরূপী কৌশিক সেন। প্রবীণ-নবীনের এই যুগলবন্দি উপভোগ্য, তরুণদের কাছে শিক্ষণীয়ও বটে। একটি স্মার্ট, বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি হিসাবে ‘টিকটিকি’ অবশ্যই ভালোভাবে উতরে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সমসময়ের কিছু বিষয়, সমস্যা বা সম্পর্ককে স্পর্শ করে যায় বলে প্রযোজনাটি খানিকটা গভীরতর মাত্রা পায়। যেমন- দাম্পত্য সম্পর্ক বা অবৈধ প্রেমের সমস্যা, তার মধ্যে শ্রেণিগত ব্যবধান ঢুকে পড়ে তাকে জটিল করে তোলে, পুলিশের দুর্নীতি কিংবা গোয়েন্দা- সাহিত্যের কল্পনাজগৎকে নিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ ঠাট্টা। একতলার সেটটি পরিচালক সাজিয়েছেন চমৎকার, বিশেষ করে নানান আসবাব এবং খেলনার সংস্থাপন, নাবিক-পুতুলটির নড়াচড়া-হাঁটা। বিমল আর সত্যসিন্ধুর সাজানো লড়াই বিমলের ক্লাউনের পোশাক পরা ঘরময় শাড়ি-কাপড় বা কাগজ ছড়িয়ে দেওয়া- ধীরে ধীরে যতই পরিণতির দিকে এগোয়, ততই কৌতুক থেকে আতঙ্ক বা আকাঙ্ক্ষায় ভরে ওঠে দর্শকমন। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেও কৌতুক বিশেষ করে বিমলের অসাধারণ ছদ্মবেশ, বলরামের বছর পঞ্চাশেক অন্তত বয়স। চোখে চশমা কাঁচাপাকা চুল, গোঁফ। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা। যার কৃতিত্বের অংশীদার পরিচালক, অভিনেতা এবং রূপসজ্জা পরিকল্পক শ্রী দাস। ইন্সপেক্টর বলরাম গুপ্ত কবিরাজ ও সত্যসিন্ধুর সংলাপে উঠে আসে, -

> “বলরাম : অ। আচ্ছা মি. চৌধুরী, মি. নন্দী যখন এইখান থেইকা গ্যালেন গিয়া তখন কি তিনি কিছু কইছিলেন?
> সত্য : না। ও তো হতবাক। [হাসতে থাকে] একটা কথা নেই মুখে- প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।
> বল : মি. চৌধুরী, জানি না ক্যান আপনার এইটারে তামাশা মনে হইত্যাছে- আমরা কিন্তু ঘটনাটি ঠিক তামাশা বইলা নাও ভাবতে পারি।
> সত্য : আচ্ছা, আপনি ব্যাপারটা আমার দিক থেকে ভেবে দেখছেন না কেন বলুন তো? এক হিসেবে বিমল তো সত্যিই একটা চোর- সে আমার বউ চুরি করেছে-
> বল : সে লেইগা আপনি তার উপরে এই অমানুষিক অত্যাচার করলেন?
> সত্য : [ফেটে পড়ে] আপনি কি বুঝতে পারেননি ওটা ছিল একটা খেলা?

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বল : খেলা?...

সত্য : দেখুন ইন্সপেকটর- আমি আমার জীবনে এমন সব জটিল বুদ্ধির খেলা খেলেছি যে খেলা খেলতে ডাকলে সত্যেন বোস, আইনস্টাইন গর্ববোধ করতেন। Games of construction, Games of destruction, Games of hazard, Games of callidity. Deductive logic, inductive logic, semantics, color association, Mathematics, hypnosis থেকে আরম্ভ করে ম্যাজিক ভানুমতীর খেলা অবধি আমি বহু খেলা খেলেছি। এর মধ্যে দিয়ে মনের যে প্রসারতা- আত্মার যে উপলব্ধি আমি অর্জন করেছি তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারেন না।"[১৩]

সত্যসিন্ধুর বাড়ির সিঁড়িটা বলরাম খুঁটিয়ে দেখতে পাই রক্ত, রক্তটা শুকিয়ে গেছে, রক্ত কার্পেটটা কেউ ঘষছিল স্যার, এখন ভিজা রয়েছে। বাগানের মধ্যে মাটিটা স্তূপ করে রাখা আছে আপনি বলেননি স্যার। আলমারির ভেতর থেকে বিমলের শার্ট বের করে, শার্টের পকেট থেকে একটা চিঠি বিমল নন্দীর নামে, চিঠিটার লেখাগুলো তো আপনার স্যার। সত্যসিন্ধু একেবারে ঘাবড়ে ভেঙে পড়েছে প্রায়। আমাকে বিশ্বাস করুণ জামাকাপড়গুলো ওখানে কীভাবে এল সত্যি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুণ মি. নন্দী (চিৎকার করে) সুস্থ দেহে হেঁটে ও এখান থেকে জ্যান্ত ফিরে গেছে। তাঁদের কথোপকথনে পাই, -

"বল : আমি দুঃখিত সার- কিন্তু আপনেরে না লইলে চলব না। বাইরে একগো পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করত্যাছে।

সত্য : [জোরে চিৎকার] বাইরে লক্ষটা পুলিশের গাড়ি থাক, আমি যাব না।

বল : দ্যাখেন, অযথা ট্রাবল কইরা কুন লাভ আছে কি? দয়া কইরা আমাগো কামটা ডিফিকাল্ট কইরা দিয়েন না সার।"[১৪]

একসময় প্রায় প্রমাণ করে ফেলে যে সত্যসিন্ধু বিমলকে খুন করেছে। পুলিশ অফিসার খুনের দায়ে সত্যসিন্ধুকে গ্রেপ্তার করবে বলেন। তারপরেই অফিসার ছদ্মবেশের মেকআপ-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বিমল নন্দী। বিমল প্রথম অঙ্কে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায় তার যে চরম অপমান ও হারের লজ্জা তার প্রতিশোধ নিতে চায়। সেই প্রতিশোধ বিমল নিচ্ছে নাটকের শেষে, নাটক আর এক পর্বে নতুন হয়ে ওঠে। আবার খেলা শুরু হয়। তিনবারের খেলা শেষ হয় আজকের সামাজিক রিক্ততায়। কীভাবে নিচ্ছে সেইটাই নাটকের মধ্যে ভয়াভহ এক চমৎকারিত তৈরি করে দিয়েছে। তাদের কথাবার্তায় উঠে আসে, -

"সত্য : কী শয়তান তুমি!

বিমল : বিলক্ষণ।

সত্য : উফ্ - কী ধড়িবাজ বদমায়েশ তুমি।

বিমল : ধন্যবাদ।

সত্য : ধন্যবাদ! পাজি ছুঁছো কোথাকার।

বিমল : তা তো বটেই।

সত্য : জোচ্চোর, ভণ্ড। বুজরুক।

বিমল : তাই নাকি?

সত্য : তাই বলে ভেবো না তোমার খেলাটা আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি না- দারুণ হয়েছে- ব্রিলিয়ান্ট-

বিমল : থ্যাংক ইউ।

সত্য : হ্যাভ এ ড্রিংক, মাই ডিয়ার ফেলো।

বিমল : আগে এগুলো একটু তুলি। সর্বাঙ্গে মেক-আপ আর স্পিরিট গাম লেগে রয়েছে - বাথরুমটা?..."[১৫]

শেষপর্যন্ত অবশ্য সত্যসিন্ধু, বিমলকে গুলি করে খুন করে। আর তাদের সংলাপে উঠে এসেছে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সত্য : আমার অভিরুচি আমি তোমাকে গুলি করে মারব। তুমি আমার বাড়িতে ঢুকে আমার বউকে বের করে নিয়ে যাবার পারমিশন চাইবে- আমার পুরুষত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করবে - মিউজিয়ামের জগৎ নিয়ে লেকচার দেবে - রোহিতাশ্বকে ঠাট্টা করবে- আর আমি কিছু বলব না? ওয়েল, এবারের গুলিগুলো কিন্তু রিয়েল বুলেট।
> বিমল : আমি বাড়ি যাচ্ছি। [বিমল চলে যেতে যায়- সত্যসিন্ধু গুলি করে। বিমল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে পড়ে যায়। সত্যসিন্ধু তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা তুলে ধরে বলতে থাকে।]
> সত্য : মিথ্যেবাদী! তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ। শুনতে পাচ্ছ- তুমি একটা বোকা খেলোয়াড়- বোকার মতো এক খেলা পরপর তিনবার খেলতে নেই- [বাইরের দরজায় বেল বেজে ওঠে।]
> কণ্ঠস্বর : আমরা থানা থেকে আসছি- দরজাটা একটু খুলুন-
> বিমল : খেলাটায় আমারই জিত হল।"[১৬]

'টিকটিকি' নাটকটি ১৯৯৫-এ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য এশিয়ান পেইন্টস্ শিরোমণি পুরস্কার পাই। ওই বছরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি দেয় নাট্য নির্দেশক কৌশিক সেনকে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যতাত্ত্বিক বিভাস চক্রবর্তী লিখেছেন, -

> "সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সত্যসিন্ধু) পাকা খেলোয়াড়ের মতোই খেলাটা খেললেন আগাগোড়া। আর তাঁর সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে যান বিমলরূপী কৌশিক সেন। প্রবীণ-নবীনের এই যুগলবন্দী উপভোগ্য, তরুণদের কাছে শিক্ষণীয়ও বটে। একটি স্মার্ট বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি হিসাবে 'টিকটিকি' অবশ্যই ভালোভাবে উতরে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সমসময়ের কিছু বিষয়, সমস্যা বা সম্পর্ককে স্পর্শ করে যায় বলে প্রযোজনাটি খানিকটা গভীরতর মাত্রা পায়।"[১৭]

নট নাট্যকার স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন যে, -

> "আমি এখনও বিশ্বাস করি যে টিকটিকি আদতে পাবলিক থিয়েটার নাটক - কমার্শিয়াল থিয়েটার- entertainment at a very high level কিন্তু সবরকম লোকই ওতে entertainment হয়েছে।"[১৮]

বঙ্গের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক পবিত্র সরকার লিখেছেন, -

> "...কিন্তু নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে সতর্ক, সচকিত, স্তম্ভিত ও আলোড়িত করে রাখে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়। নির্দ্বিধায় বলি, এতটা প্রত্যাশা নিয়ে যায়নি। সৌমিত্র বড় অভিনেতা জানি, কিন্তু অনুভব ও অভিব্যক্তির এমন বিস্তার ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রে তাঁকে কখনও দেখিনি বলেই তাঁর সামর্থ্য যে কোথায় পৌঁছাতে পারে সে শিক্ষার জন্য এই নাটক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। তাঁর কণ্ঠস্বরের অনায়াস ওঠানামা, কৌতুক, উচ্ছ্বাস, ভয়, গাম্ভীর্যের দ্রুত চঞ্চল আলোছায়া, অনুপস্থিত নানা চরিত্রের বিচিত্র অভিনয়, আতঙ্কে মুখেচোখের ভাঁজে হঠাৎ বার্ধক্য নেমে আসা- দর্শকদের জন্য অন্তহীন স্বাদুতা পরিবেশন করতে থাকে। তখন মনে হয়, এত উপকরণপূর্ণ মঞ্চের (নির্মাণ- মনু দত্ত) দরকারই ছিল না।..."[১৯]

বিশ্ববিখ্যাত খ্যাতনামা অভিনেতা, নির্দেশক ও নাট্যকার সৌমিত্রবাবু অ্যান্থনি শ্যাফারের 'স্লুথ' নাটকটি অবলম্বনে লিখেছেন 'টিকটিকি'। এ নাটকে সত্যসিন্ধু চৌধুরী একজন ধনী, অভিজাত পুরুষ। আর বিমল একটি উদ্বাস্তু পরিবারের গরীব ছেলে। সত্যসিন্ধুর স্ত্রী রেখাকে ভালোবাসে বিমল। তাকে সে বিয়ে করতে চায়। তাই বিমলকে শায়েস্তা করতে নাটকের ভিতর এক নাটক রচনা করতে চায় সত্য। এইভাবে একই নারীর ওপর দখল নিয়ে দুজন পুরুষ একে অপরকে বিপন্ন করে তোলে, একে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর, নির্মম, নৃশংস হয়ে ওঠে, একে অপরের হত্যাকারী পর্যন্ত হয়ে ওঠে। ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরস্পরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 66
Website: https://tirj.org.in, Page No. 596 - 607
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওপর টেক্কা দেওয়ার মনোভাব মানুষকে কতটা মরিয়া ও বিপন্ন করে তোলে, পরস্পরকে কী কীভাবে অপমান ও অসম্মানের দিকে ঠেলে দেয়, তারই প্রতিবেদন এই নাটক।

নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে আদ্যন্ত পেশাদার থিয়েটারের অভিনেতা হিসাবেই অভিনয় করে আসা মানুষটিই শেষ পর্বে যখন গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসছেন, সেখানেও তিনি সমান নিষ্ঠাবান, সিরিয়াস এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাবলীল। তাঁর 'টিকটিকি' প্রযোজনায় সমালোচনা করতে গিয়ে বিভাসবাবু এ বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন, -

> "পেশাদার ও গ্রুপ থিয়েটারের ইন্টার-অ্যাকশনে যদি কোনো ভালো ফল হয়ে থাকে, তার নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।"[২০]

Reference:

১. চক্রবর্তী অভিজিৎ, 'এমন প্রযোজনা আরও হোক', প্রতিবেশ সাহিত্য, আগস্ট ১৯৯৬, কলকাতা।
২. বিশ্বনাথন অশোক, 'প্রকৃত নাট্যের প্রত্যাবর্তন', দেশ পত্রিকা, ১২ আগস্ট ১৯৯৫, কলকাতা।
৩. সেন শিলাদিত্য, 'টিকটিকিঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৌশিক সেনের সঙ্গে কথাবার্তা', প্রতিবেশ সাহিত্য, আগস্ট ১৯৯৬, কলকাতা।
৪. চক্রবর্তী বিভাস (প্রধান সম্পাদক), 'শঙ্খ ঘোষ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে', অন্য প্রকাশনা, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০২১, কলকাতা, পৃ. ১৮৯ - ৯০
৫. চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৫৪৯ - ৫০
৬. তদেব, পৃ. ২০৭ - ০৮
৭. তদেব, পৃ. ২১২
৮. তদেব, পৃ. ২১৮ - ২০
৯. তদেব, পৃ. ২২৭
১০. তদেব, পৃ. ২৩৫ - ৩৬
১১. সেন কৌশিক, 'মাটির প্রদীপের শিখা', সংবাদ প্রতিদিন, ২২ নভেম্বর ২০২০, কলকাতা।
১২. চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র, 'নাটক সমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২৪১
১৩. তদেব, পৃ. ২৫৪ - ৫৫
১৪. তদেব, পৃ. ২৬১
১৫. তদেব, পৃ. ২৬৩
১৬. তদেব, পৃ. ২৮১ - ৮২
১৭. আজকাল পত্রিকা, ১৯ জুলাই ১৯৯৫/ চট্টোপাধ্যায় অলক ও চক্রবর্তী মানস (যুগ্ম সম্পাদক), 'সৌমিত্র', প্রতিভাস পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা।
১৮. চট্টোপাধ্যায় অলক ও চক্রবর্তী মানস (যুগ্ম সম্পাদক), 'সৌমিত্র', প্রতিভাস পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা।
১৯. সরকার পবিত্র, 'স্তম্ভিত করে রাখে অভিনয়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫, কলকাতা।
২০. চক্রবর্তী বিভাস, 'প্রবীণ নবীনের যুগলবন্দীঃ টিকটিকি' (থিয়েটার যা দেখা তা নিয়ে লেখা), প্রতিভাস পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা।